যুগান্তর

তারিখ 12 JUL 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

২০১১ সালে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে এসএসসির চার বিষয়ে পরীক্ষা

যুগান্তর রিপোর্ট

২০১১ সালের এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পদ্ধতি নিয়ে বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ওই মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি যৌথ সংবাদ সম্মেলন করেছে। এতে ঘোষণা দেয়া হয়েছে, ২০১১ সালের এসএসসিতে সব বিষয়ে নয়, চার বিষয়ের পরীক্ষা হবে সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পদ্ধতিতে। এ সময় আরও বলা হয়, বর্তমানে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এ পদ্ধতি চালু রয়েছে। যদি কোন প্রতিষ্ঠান নতুন পদ্ধতির ধুয়া তুলে পরীক্ষার ফি আগের তুলনায় বেশি আদায় করে, তবে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত ওই সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন। এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান সাংসদ রাশেদ খান মেননও বক্তৃতা করেন। এ সময় মন্ত্রণালয়ের সচিব সৈয়দ আতাউর রহমান এবং যুগ্মসচিব (মাধ্যমিক) মোঃ মোয়েজ্জদ্দীন আহমদও উপস্থিত ছিলেন। এতে বলা হয়, মাদ্রাসার দাখিল এবং কারিগরি বোর্ডের এসএসসি ভোকেশনালেও সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হবে। পরে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ২০১২ সালের দাখিল এবং এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষা সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পদ্ধতিতে নেয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত রয়েছে। আর এ লক্ষ্যে প্রস্তুতিও এগিয়ে চলছে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, ২০১১ সাল থেকে সবগুলো বিষয়ে এ পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেয়ার কথা থাকলেও বিজ্ঞান, মানবিক এবং বিজনেস স্টাডিজ এ তিন বিভাগের প্রতি বিভাগে ২টি বিষয়ের ওপর সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেয়া হবে। অর্থাৎ ২০১০ সালে ২টি বিষয়ের ওপর সৃজনশীল পরীক্ষা নেয়ার কথা রয়েছে। তার সঙ্গে ২টি বিষয় যুক্ত করে চারটি বিষয়ে হবে ২০১১ সালের এসএসসি পরীক্ষা। সংশ্লিষ্টরা জানান, সরকারের এ সিদ্ধান্তের ফলে সারাদেশে প্রায় ১২ লাখ শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের মধ্যে স্বস্তি নেমে এলো।

বর্তমানে ২০১০ সালে শুধু এসএসসি পরীক্ষায় বাংলা ও ধর্ম এ দুটি বিষয়ে সৃজনশীল পদ্ধতির প্রশ্ন করার সিদ্ধান্ত রয়েছে। আর নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বাংলা ও ধর্ম বিষয়ের সঙ্গে ২০১১ সালে বিজ্ঞান বিভাগে রসায়ন ও সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক বিভাগে সাধারণ বিজ্ঞান ও ভূগোল এবং বাণিজ্য বিভাগে ব্যবসায় পরিচিতি ও সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ের ওপর সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেয়া হবে। এছাড়া এসএসসি পরীক্ষায় যাতে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি নিয়ে ভয় না পায় সেজন্য চলতি বছরের দশম শ্রেণীর প্রাক-নির্বাচনী ও নির্বাচনী পরীক্ষা একই সময়ে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে নেয়া হবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ইতিমধ্যে ১ লাখ ২২ হাজার শিক্ষক, ১৮ হাজার ৩৬৪ জন প্রধান শিক্ষক এবং ১২শ' প্রশ্নকারক ও উত্তরপত্র মূল্যায়নকারী শিক্ষককে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। পদ্ধতিটি পুরোপুরি চালুর আগে সব শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরা যাতে বিষয়টি ভালোভাবে বোঝেন, সেজন্য আগামী বছর আলাদাভাবে সব বিষয়ের নমুনা প্রশ্ন নিয়ে শুধু বই প্রকাশ করা পরীক্ষা : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

হবে : পরীক্ষা

(৩য় পৃষ্ঠার পর) হবে। একই বইয়ে থাকবে সব বিষয়ের প্রশ্ন। সাংসদ রাশেদ খান মেনন বলেন, স্থায়ী কমিটিতে বিষয়টি নিয়ে তিন দফায় আলোচনা হয়। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করা হয়। আশা করি নতুন সিদ্ধান্ত সমাদৃত হবে। তিনি বলেন, মতের মিল নাও থাকতে পারে, তবে সবার সহযোগিতা পাব এ ব্যাপারে এটা তারা আশা করেন।